# অধ্যায় ১০ : চিত্রনাট্যের সাধারণ পরিচয়

বিন্যাসক্রম

১০.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১০.২ পরিচিতি
১০.৩ চিত্রনাট্যের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
১০.৩.১ সংজ্ঞা ও পরিচয়
১০.৩.২ বৈশিষ্ট্যসমূহ
১০.৪ চিত্রনাট্যের বিষয়বস্তু ও সংরূপ
১০.৪.১ কাহিনি নির্বাচন
১০.৪.২ সংলাপ
১০.৪.৩ ভাবনা
১০.৪.৪ দৃষ্টিকোণ
১০.৫ চিত্রনাট্যের প্রকারভেদ ও ধরণ
১০.৬ বাংলা চিত্রনাট্যের ধরণ
১০.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ
১০.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১০.৯ অতিরিক্ত পঠন
১০.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১০.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

## ১০.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- মানব সৃষ্ট এক বিশেষ শিল্প চিত্রনাট্য বিষয়ে পরিচিত হবেন।
- চিত্রনাট্যের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ও উপকরণ প্রসঙ্গে ধারণা গ্রহণ করতে পারবেন।
- চিত্রনাট্যের বিষয়বস্তু কী কী হতে পারে সে বিষয়ে জানতে পাড়বেন।
- চিত্রনাট্যের প্রকারভেদ সম্পর্কে বিশেষ ধারণা গড়ে তুলতে পাড়বেন।

## ১০.২ পরিচিতি

বিশ্ব সংসারের শ্রেষ্ঠতম নির্মাণ যে মানুষ এই বিষয়ে কারও দ্বিমত থাকার কারণ নেই। পৃথিবীতে এসে এক অপার বিস্ময় থেকে মানুষ গড়ে নিতে চাইল অদেখা সেই প্রাকৃত শক্তি নির্মিত এই জগতের অনুরূপ জগত। মানুষের এই নান্দনিক অনুকরণ প্রচেষ্টায় একে একে গড়ে উঠল ভিন্নরূপী শিল্প। মানব

নির্মিত এই শিল্প সভায় সব থেকে শেষে এল চলচ্চিত্র। এর আবির্ভাব কাল উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরু। পৃথিবীর সব প্রাচীন শিল্প থেকে তিল তিল করে রসদ কুড়িয়ে নিয়ে চলচ্চিত্র এল শিল্পের তিলোত্তমা হয়ে। আইজেনস্টাইনের কথায় পূর্বতন সমস্ত শিল্পের নির্যাসরূপ। উপন্যাসের বর্ণনা, নাটকের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সংলাপ, কাব্যের সুষমা, সংগীতের লয়জাত আবেশ, চিত্রকলার সংযুতি-টোন, নৃত্যের পদক্ষেপ, ভাস্কর্যের ভঙ্গিমার সমন্বয়ে একটি স্বতন্ত্র শিল্প হিসাবে চলচ্চিত্রের আত্মপ্রকাশ। আর এই শিল্পরূপ চলচ্চিত্র যে রচিত পাণ্ডুলিপিতে ধরা থাকে তাকেই বলা হয় চিত্রনাট্য। তবে এই চিত্রনাট্যের এক বিশেষ বিশষত্ব রয়েছে, আর তা হল এই শিল্পটি অত্যন্ত বাস্তব। কারণ চিত্রনাট্যের উপর ক্যামেরার প্রত্যক্ষতার বিশেষ দায় বর্তায়। চলচ্চিত্রের মতো একটি বহুমুখী শিল্পকে চিত্রনাট্যের আদলে তার কায়া গঠন করেন একজন সফল চিত্রনাট্যকার।

## জেনে রাখা ভালো

বিশ শতকের শুরুর দিকে বা তার আগে চলচ্চিত্রের প্রাথমিক নির্বাক্ যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলচ্চিত্রগুলির জন্য "স্ক্রিপ্ট" সাধারণত প্রায় এক অনুচ্ছেদের একটি সংক্ষিপ্তসার ছিল এবং কখনও কখনও একটি বাক্যের মতো ছোট।

## ১০.৩ চিত্রনাট্যের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

১০.৩.১ সংজ্ঞা ও পরিচয় : সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো চিত্রনাট্য বিষয়েও জিজ্ঞাসু মহলে একটি প্রশ্ন সমান্তরালভাবে উঠে আসে যে চিত্রনাট্য কী? আমরা জানি এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট একক সংজ্ঞা দেওয়া বড়ই কঠিন। তবুও চিত্রনাট্য কী এই প্রশ্নের মীমাংসায় বলতে হয়, চিত্রনাট্য হল এক বিশেষ পাণ্ডুলিপি, আদতে যা ছবির কাঠামো। ইমেজ ও ধ্বনির দ্বারা একটি চলচ্চিত্রের পর্দায় যা ব্যক্ত হবে, এ হল তারই লিখিত রূপ। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে বলতে হয় চলচ্চিত্রের লিখিত পাণ্ডুলিপিই হল চিত্রনাট্য। মূলত একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রাথমিক নকশা হল চিত্রনাট্য। সেই হিসেবে এটি বর্তমানে সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা হিসাবে গৃহীত। তবে সেক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে, চিত্রনাট্য হল প্রযুক্তিনির্ভর প্রয়োগিক কলা। মনে রাখতে হবে চিত্রনাট্য রচিত হয় নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু বা কাহিনি অবলম্বন করে। চলচ্চিত্রগত পরিভাষায় চিত্রনাট্যের আঙ্গিক নির্মিত হয়; তারপর রচিত চিত্রনাট্য অনুসরণ করে প্রযোজনা, নির্মাণ, পরিচালনা, অভিনয়, শুটিং, ডাবিং, শব্দ, সংগীত ও সম্পাদনাকর্ম শেষ করা হয়। এপ্রসঙ্গে অস্কার বিজয়ী পরিচালক শ্রদ্ধেয় সত্যজিৎ রায় জানিয়েছেন— "চিত্রনাট্য হল ছবির কাঠামো। ইমেজ বা ধ্বনির দ্বারা পর্দায় যা ব্যক্ত হবে, এ হলো তার লিখিত ইঙ্গিত। এই কাঠামো অবলম্বন করেই চলচ্চিত্রের কলাকুশলীরা পরিচালকের নির্দেশে সমবেতভাবে কাজ করে সবায়ব সজীব করে তোলে।"

এক্ষেত্রে একটি কথা অবশ্য স্মরণীয় যে যেকোনো গল্পের নাট্যরূপ মাত্রই কিন্তু চিত্রনাট্য নয়। এর কারণ চিত্রনাট্যের নিজেস্ব কতগুলো গঠন রয়েছে, তদুপরি রয়েছে তার নিজেস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম। চলচ্চিত্রের এই বিশেষ রূপকে লেখার জন্য বেশ কিছু পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়, যা মূলত সাহিত্যশ্রিত নাটক বা নাট্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। একজন সফল চিত্রনাট্যকার তার নির্বাচিত কাহিনি থেকে এমন ভাবে চিত্রনাট্য গড়ে তোলেন যাতে তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিলিয়ে সর্বাপেক্ষা কম সময়ে তিনি দর্শকদের মনে সর্বাধিক আনন্দের খোরাক জুগিয়ে দিতে সক্ষম হন। আবার চিত্রনাট্যকে সফল ভাবে ফুটিয়ে তোলার দায় কিন্তু ক্যামেরার; এবং তার সঙ্গে অবশ্যই সম্পাদনার ও আবহসংগীতের। তবে একথা ভুললে চলবে না যে, আজ পর্যন্ত চিত্রনাট্যের সবচেয়ে বড় যোগসূত্র কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে। তাই চলচ্চিত্রের নিত্য নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও সাহিত্যের উপরেই তার প্রাথমিক নির্ভরতা এখনো অনস্বীকার্য। চলচ্চিত্রের হয়তো সাহিত্যিক সমালোচনা শক্তি থাকে না কিন্তু চলচ্চিত্রকে সাহিত্যের কাছ থেকে সাধারণ বর্ণনার উর্দ্ধে অনেক কিছু গ্রহণ করতে হয়। যেমন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় কেবল তার কাহিনিই গ্রহণ করেননি, সেইসঙ্গে তিনি মাতা-পুত্রের সম্পর্কের যে রসায়ন যা ভাষায় বর্ণিত নয় কেবল ভাবটুকু ছিল তাকে স্বরূপে তুলে আনতে কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের ভুল হয়নি।

## ১০.৩.২ বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- একটি সফল চিত্রনাট্যে কাহিনির পরিবেশ ও আবহ সম্পর্কে সামগ্রিক ও সুষ্ঠু নির্দেশ থাকে।
- চিত্রনাট্যকার তাঁর চিত্রনাট্যটি নির্মাণ করার সময় তাতে উপযুক্ত দৃশ্য বিভাজন করে থাকেন।
- নাটকের ন্যায় চিত্রনাট্যেও দক্ষ ও টানটান বাঁধা সংলাপ যোজনা পরিলক্ষিত হয়।
- প্রথাগত সাহিত্যিক গঠনের বাইরে চিত্রনাট্যে চিত্রের প্রয়োগ নির্দেশ থাকে।
- গল্পের জন্য চরিত্রের প্রাসঙ্গিকতা বিচার; চরিত্রের আচরণ, অভিব্যক্তি, অঙ্গভঙ্গি বিষয়ে নির্ভুল নির্দেশ থাকে।
- সংগীত প্রয়োগ অনিবার্য না হলেও চিত্রনাট্যে সংগীত সংযোজন বিশেষ লক্ষণীয়।
- চলচ্চিত্রের একতি বিশেষ উপকরণ হল ক্যামেরা, চিত্রনাট্যকার তার লিখিত চিত্রনাট্যে ক্যামেরার এঙ্গেলের সুষ্ঠু বর্ণনা দিয়ে থাকেন।
- নাটকে কুশী-লবের সাজসজ্জা নিয়ে তেমন নির্দেশ না থাকলেও চিত্রনাট্যে কিন্তু অভিনেতার সাজসজ্জা বিষয়ে নির্ভুল ইঙ্গিত দেওয়া থাকে।

## অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। চিত্রনাট্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরে, তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাত করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

## ১০.৪ চিত্রনাট্যের বিষয়বস্তু

চলচ্চিত্র নির্মিত হয় বিশেষ কোনো কাহিনি বা বিষয়বস্তুকে অবলম্বনে। চলচ্চিত্রের শুরুর দিনগুলোতে কোনো লিখিত চিত্রনাট্য না থাকলেও নির্মাতা বা পরিচালক বিষয়বস্তু নির্বাচন করে তার উপর শুটিং পরিচালনা করে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতেন। যদিও পরবর্তীতে চিত্রনাট্যকারের হাতে কাহিনি গ্রন্থনের দায়িত্ব অর্পিত হলে তারা নির্দিষ্ট একটি কাহিনি বা বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করেই চিত্রনাট্যের কাঠামো নির্মাণ করতেন। তাই শুরুর সে দিনগুলোর কথা বাদ দিলে চলচ্চিত্রের মূল উপাদানই হল বিষয়বস্তু বা কাহিনি, যাকে কেন্দ্র করে চিত্রনাট্য লিখিত হয় এবং চিত্রনাট্যকে অবলম্বন করে শুটিং, ডাবিং ও সম্পাদনাপূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র গড়ে ওঠে। তাই একটি ভালো ও শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের জন্য কাহিনি নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

### ১০.৪.১ কাহিনি নির্বাচন

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন চলচ্চিত্র তার কাহিনি বা প্লটের জন্য বারংবার সাহিত্যের কাছে ঋণী। যা পূর্বে তো ছিলই, কিন্তু বর্তমানেও এর বিরাট রকম ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে ব্যতিক্রম হিসাবে সাহিত্য বহির্ভূত কমার্শিয়াল চলচ্চিত্র যে নির্মাণ হচ্ছে না তা কিন্তু নয়, কিন্তু তার আবেদন কালের দাবিতে কতখানি তা সময়ই সঠিক ভাবে মূল্যায়ন করবে। তাই একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে, সাহিত্যের বুকেই চলচ্চিত্র লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়েছে। এর সমর্থনেই একদা রিচার্ডসন বলেছিলেন— "It has been obvious since at least the time of D.W.Griffith that literature has had a considerable influence on the flim,.." রিচার্ডসনের কথা থেকে একথা স্পষ্ট যে চলচ্চিত্রের গোড়ার দিন থেকেই তার কাহিনি নির্বাচনে সাহিত্যের উপর নির্ভরশীলতা ছিল বিশেষভাবে। গোড়ার দিকে মোটামুটি নাটকীয়তা সম্ভুত সাহিত্যিক উপাদান পেলেই চলচ্চিত্রের অর্ধেক দায় মিটে যেত আর তা দর্শক সাধারণের কাছে বেশ উপভোগ্য হলেই ছবির সাফল্য ও সার্থকতা বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যেত। যদিও এই সাহিত্য নির্ভরতার বিরুদ্ধ মত যে উঠেনি তা কিন্তু নয়, মূলত বিশ্ব যুদ্ধোত্তর কালে ইউরোপের কিছু চলচ্চিত্র শিল্পী সাহিত্যের বাইরেও চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সে যা হোক সাহিত্য নির্ভরতাই হোক আর সাহিত্য বহির্ভূতই হোক চলচ্চিত্র নির্মাণে কিন্তু একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু বা কাহিনির অবদান অবশ্যই লক্ষণীয়।

চিত্রনাট্যের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়, মূলত একটি সার্থক চিত্রনাট্যের জন্য যেকোনো ধরনের কাহিনি বা বিষয়বস্তু নির্বাচন করা যায় যেমন—

ক) সাহিত্যিক উপাদান যেমন উপন্যাস, গল্প, নাটক, রম্যরচনা, ভ্রমণ ইতিবৃত্ত ইত্যাদি

খ) ইতিহাস ও যুদ্ধ

গ) লোকগাথা, উপকথা, রূপকথা, কিংবদন্তি

ঘ) ধর্মীয় কাহিনি, পুরাণ

ঙ) মহাত্মা জীবনী

চ) গোয়েন্দা কাহিনি

ছ) কল্প কাহিনি

জ) অপরাধ জগৎ

ঝ) দেশাত্মবোধক কাহিনি

ঞ) স্বরচিত যেকোনো কাহিনি

বিষয়বস্তু বা কাহিনি নির্বাচনে চিত্রনাট্যকারের কাছে সেই স্বাধীনতা থাকে যে তিনি নিজে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজেই চিত্রনাট্যের কাহিনি নির্বাচন করতে পারেন। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই নির্বাচনে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে পুঁজি বিনিয়োগকারী সংস্থা বা ব্যক্তি (প্রযোজক)। একজন অভিজ্ঞ প্রযোজক কাহিনি নির্বাচন করে চিত্রনাট্যকারকে দায়িত্ব দেন চিত্রনাট্য নির্মাণ করার জন্য। তাঁরই ইচ্ছায় বা নির্দেশে চিত্রনাট্যে পাত্রপাত্রীর প্রেম, মিলন, বিরহ, নাচ, গান বা ঘটনায় মারপিট, ষড়যন্ত্র, খুন, রহস্য ও অন্যান্য উপাদান সংযোজিত হয়। বড় বড় চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানে 'স্টোরিবোর্ড' থাকে। এই বোর্ডে থাকে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা। তারা নির্মিতব্য চলচ্চিত্র রচনা, কাহিনি ও এর মধ্যে কী কী উপাদান থাকবে, সে বিষয়ে পরামর্শ দেন চিত্রনাট্য লেখককে।

সাহিত্যাশ্রিত বিষয়কে গ্রহণ করলেও চিত্রনাট্য রচিয়তার দায়িত্ব বিন্দুমাত্র কমে যায় না। মনে রাখতে হবে একজন সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যটিকে নির্মাণ করেন আপামর পাঠক সাধারণকে লক্ষ্য রেখে। সেক্ষেত্রে তাঁর সামনে দর্শক সাধারণকে আনন্দদানের কোনোরূপ দায়বদ্ধতা থাকে না। কিন্তু তাঁর সেই সাহিত্যই যখন চলচ্চিত্রের বিষয় হয়ে ওঠে তখন একজন চিত্রনাট্যকার তাকে সুসজ্জিত ভাবে দর্শকের উপযুক্তভাবে গড়ে তোলেন। নানা গ্রহণ বর্জণের মধ্য দিয়ে দ্বন্ধ-সংঘাতময় ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি সেই সাহিত্যিক বিষয়টিকে চলচ্চিত্রের বিষয় করে তোলেন। তাই একথা সহজেই অনুমেয় যে এক্ষেত্রে একজন সাহিত্যিক ও একজন চিত্রনাট্যকারের দৃষ্টি ভিন্ন দিক থেকে দুই শিল্পরূপকে বাস্তবায়িত করে তোলে।

## জেনে রাখা ভালো

চিত্রনাট্যই যে কেবল সাহিত্যের কাছে ঋণী তা কিন্তু নয়, কারণ ইদানীংকালে চলচ্চিত্রও নানাভাবে সাহিত্যকে প্রভাবিত করে। মূলত চলচ্চিত্রের দান হিসাবেই বর্তমান সাহিত্যে ফ্ল্যাশব্যাক রীতির বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। আবার একসময় তরুণ ফরাসী পরিচালক ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো তাঁর ছবি '400 Blows'-এর শেষ দৃশ্যে ফ্রিজ শট ব্যবহার করেন যা পরবর্তীতে কাব্য সাহিত্য, উপন্যাস সাহিত্যে বিশেষত নাট্য

সাহিত্যে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছে। এছাড়াও চলচ্চিত্রের মন্টাজ রীতির প্রয়োগও নাটকে করা হয়েছে।

## ১০.৪.২ সংলাপ

আমাদের দেখা বেশিরভাগ চলচ্চিত্রই সংলাপ আশ্রিত শিল্প নির্মাণ। সবাক চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যে সংলাপ বিহীন চলচ্চিত্রের দৃষ্টান্ত একেবারে নেই তা কিন্তু নয়, কিন্তু তার সংখ্যা খুবই যৎসামান্য। সংলাপ নির্মাণ হল একটি চলচ্চিত্রের সব থেকে কঠিন কাজ। কারণ সংলাপের মধ্য দিয়েই প্রত্যেক চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। তাই প্রত্যেক চরিত্রের জন্য স্বতন্ত্র ও বিশ্বাসযোগ্য সংলাপ নির্মাণ করতে হয়। মনে রাখা প্রয়োজন বর্ণনা ও সংলাপ মিলেই একটি দৃশ্য গড়ে ওঠে। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের চিত্রনাট্য নির্মাণকালে স্বয়ং সত্যজিৎ রায় সন্দিহান ছিলেন যে সংলাপ দিলে হয়তো দৃশ্যের মাধুর্য্য নষ্ট হবে। সত্যজিৎ রায়ের এহেন চিন্তা থেকে একথা স্পষ্ট যে সংলাপ কখনো কখনো দৃশ্যকে শিথিল করে তুলতে পারে, কিন্তু তাই বলে সংলাপকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ সংলাপ হল দর্শকের সঙ্গে যোগাযোগের এবং অভিনেতব্য বিষয় বোঝানোর শক্তিশালী মাধ্যম। ফলত এহেন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্মাণ করতে সৃষ্টাকে বিশেষ যত্নবান হতে হয়। সংলাপ নির্মাণে সংলাপকে যে সর্বদা বাস্তববাদী হতে হবে তা কিন্তু নয়, কারণ সংলাপের মূল উদ্দেশ্য চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা এবং অভিনেতব্য গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

সুতরাং এটা খুব স্পষ্ট যে সংলাপের কখনোই চরিত্র বিরোধী হওয়া উচিত নয়। বলার কথা এই যে একজন অশিক্ষিত শ্রমিক চরিত্র বাস্তবে যতই উচ্চমানের কথা বলুক না কেন তার সংলাপ যেন কখনোই তার জীবন ঘনিষ্ঠতাকে উপেক্ষা না করে। কারণ অত্যন্ত বাস্তববাদী সাধারণত নীরস ও নির্জীব হয়। এছাড়াও পুনরাবৃত্তিমূলক সংলাপ একেবারে বর্জনীয় এবং চলচ্চিত্রের সংলাপ রচনা করতে গিয়ে একজন চিত্রনাট্যকারকে এও লক্ষ রাখতে হবে যে তাঁর রচিত সংলাপ যেন নিজেকে উজার করে সব বলে না দেয়। কারণ সংলাপে সব প্রকাশিত হলে দর্শকের কাছে তা আকর্ষণ হারায়। এজন্যই একজন চিত্রনাট্যকার যখন সংলাপ রচনা করেন তখন তিনি সেই সংলাপ বারংবার জোরে জোরে পাঠ করে দেখবেন, তার ফলে তিনি উপলব্ধি করতে পারবেন যে সংলাপে কোনো অহেতুক বিরতি আছে কিনা কিংবা সংলাপ নগ্ন ভাবে নিজের সামগ্রিক কথা নিজেই বলে দিচ্ছে কিনা? সেই সঙ্গে তিনি এও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে সংলাপগুলোতে কোনো অতিরঞ্জন নেই তো। এর পাশাপাশি একজন চিত্রনাট্যকারকে সংলাপ রচনাকালে এও নজরে রাখতে হবে যে সব কটি চরিত্রের কথনশৈলী যেন কখনোই একই রকম না হয়।

মনে রাখার বিষয় চলচ্চিত্রের সংলাপের দুটি প্রধান কাজ (ক) কাহিনিকে ব্যক্ত করা, (খ) পাত্র-পাত্রীর চরিত্রকে দর্শকের সামনে সুপ্রকাশিত করা। সাহিত্যের কাহিনিতে কথা যে কাজ করে, চলচ্চিত্রের ছবি ও সংলাপ ঠিক একই কাজ করে। তাই সংলাপ যতটা স্বাভাবিক হবে অভিনয়ও ঠিক ততটাই

স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। সাউন্ড ফিল্ম বা 'টকিজ' আবির্ভাবের পরে মূলধারার চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সংলাপ কেন্দ্রীয় স্থান নিয়েছে। সিনেমাটিক আর্টগুলোতে শ্রোতারা দেখার পাশাপাশি যা শোনেন তার মধ্য দিয়েই চলচ্চিত্রের কাহিনি বুঝতে সক্ষম হন। তাই সংলাপ চিত্রনাট্যকারদের কাছে তাদের শ্রোতাদের লেখকের কথা শুনতে পাবার একমাত্র মাধ্যম। সংলাপের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তার ভাষা ব্যবহার। চলচ্চিত্রের সংলাপের ভাষা এমন হবে যার সাহায্যে ঘটনা দেখা ও উপলব্ধি করা সম্ভব। কারণ মনে রাখতে হবে সাহিত্য যেখানে ভাবনার সুযোগ করে দেয়, চিত্রনাট্য সেখানে সরাসরি দৃষ্যটি চোখের সামনে মেলে ধরে। আসলে চিত্রনাট্য রচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিকই হল চলচ্চিত্রের চরিত্রদের প্রকৃত সত্তাটিকে সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা। এক্ষেত্রে চিত্রনাট্যকার সচেতন থাকবেন যে, চলচ্চিত্রে সময়ের দাম যেহেতু অনেক তাই যত কম কথা যত বেশি বোঝানো সম্ভব চিত্রনাট্যকারের সে দিকের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন।

### ১০.৪.৩ ভাবনা

আইডিয়া বা ভাবনা হল যেকোনো শিল্প সৃষ্টির প্রথম উৎস। আমরা কী বলব, কী নিয়ে বলব? এসকল প্রশ্নের উত্তরে যা সামনে উঠে আসে তাই হল ভাবনা বা আইডিয়া। যেমন 'হীরক রাজার দেশে' সিনেমাটির পিছনের ভাবনাটি ছিল একজন অত্যাচারী ক্ষমতালোভী রাজার বিরুদ্ধে প্রজার বিদ্রোহ ও রাজার পতন। তাই সিনেমাটির শিক্ষকের সংলাপে সেই দিকটিই ভাস্বর, যখন তিনি বলেন 'দড়ি ধরে মারো টান, রাজা হবে খান, খান', রাজার স্মৃতিসৌধের এই পতন তো আসলে অত্যাচার ও অহঙ্কারের পতনকেই নির্দেশিত করে যা মূলত সে রাজ্য রাজা দ্বারা উপ্ত ও পরিব্যপ্ত। আবার হাল আমলের বাংলা সিনেমা 'একান্নবর্তী'-এর মূল ভাবনাটিকে এইভাবে ধরে নেওয়া যায় যে এখানে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি যেমন ইঙ্গিত রয়েছে ঠিক তেমনি আমাদের ঐতিহ্যের শিকড় আঁকড়েই যে নতুনের অভিসারে যাওয়া সম্ভব তার প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। সুতরাং ভাবনা হল একটি চিত্রনাট্য লেখার মূল চিন্তাধারা, যাকে কেন্দ্র করেই সমগ্র চিত্রনাট্যটির কায়া গঠিত ও বর্ধিত হবে। একে অনেকেই লগলাইন বলে অভিহিত করেছেন। মূলত ভাবনা নির্দেশিত হলে চিত্রনাট্য প্রস্তুত করা সুবিধা হয়, যেমন ১৯৮২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত মৃণাল সেনের 'খারিজ' চলচ্চিত্রে একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক গৃহ পরিচারককে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্তীয় মানসিকতার রূপায়ণে চলচ্চিত্রটি নির্মিত। একজন চিত্রনাট্যকার চিত্রনাট্য লেখার পূর্বে তিনি তার ভাবনাটিকে স্বল্প সংখ্যক শব্দের মধ্যে সাজিয়ে ফেলেন। এই কুড়ি বা তিরিশ শব্দের মধ্যে চিত্রনাট্যের ভাবনাটিকে রূপ দেওয়ার নাম এলিভেটর পিচিং। মূলত এই এলিভেটর পিচিং-এর মধ্য দিয়ে একজন চিত্র পরিচালক চলচ্চিত্রটি সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা গড়ে তুলতে পারেন।

## জেনে রাখা ভালো

এক সময় হলিউড চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যকারেরা তাদের চিত্র পরিচালককে বা ছবি নির্মাতাদের তাড়াতাড়ি কোনো ছবির কনসেপ্ট বোঝানোর জন্য যে দ্রুত বলার অভ্যেস করতেন তাকেই বলা হত এলিভেটর পিচিং। একটি এলিভেটর ওঠার সময় একজন প্রডিউসার চলচ্চিত্রটি সম্পর্কে একটি ধারণা গ্রহণ করে ফেলতে পারতেন।

### ১০.৪.৪ দৃষ্টিকোণ

চিত্রনাট্যের নানা প্রচলিত আদর্শই প্রমাণ করে, চিত্রনাট্যকারেরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের শিল্পসৃষ্টিকে দেখেছেন। মূলত একটি চিত্রনাট্যের গঠনশৈলী, আখ্যান, সংলাপ ও পরিবেশ সম্পর্কে তাঁর ও উৎসসৃষ্টার সামঞ্জস্য বিধানে নির্মিত হয়। যেমন সাহিত্যের অধিকাংশ দৃশ্যকে একজন চিত্রনাট্যকার একই দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখিয়ে তাকে ভেঙে ভেঙে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখান। এইভাবে ভেঙে দেখানোর রীতি চিত্রনাট্যের একেবারে নিজেস্ব রীতি। অস্কারজয়ী চিত্রনাট্যকার সত্যজিৎ রায় স্বয়ং এই রীতিকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। তাঁর মতে "এটা খামখেয়ালের রীতি নয়, এবং বৈচিত্র্য আনাই এর একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এর শিল্পগত উদ্দেশ্য আছে, ভাষাগত সার্থকতা আছে।" তাঁর করা সিনেমা 'পথের পাঁচালী'র চিত্রনাট্যের দিকে একবার দৃষ্টি ফেরালে বিষয়টি হয়ে উঠবে, যেখানে তিনি বহু যৌথ চিত্রকে ভেঙে দিয়েছেন চিত্রনাট্যের দৃষ্টিকোণগত দাবি মেনে।

## অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। চিত্রনাট্যের বিষয়বস্তু বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

## ১০.৫ চিত্রনাট্যের প্রকারভেদ ও ধরন

সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকের নানা প্রকারভেদের ন্যায় চিত্রনাট্যেরও নানা প্রকারভেদ রয়েছে। গঠনগত দিক থেকে চিত্রনাট্য সাধারণত দুই প্রকার— ১. আর্টিস্ট স্ক্রিপ্ট ২. শুটিং স্ক্রিপ্ট। আর্টিস্ট স্ক্রিপ্ট হল যে স্ক্রিপ্টে দৃশ্য বিভাজন, সংলাপ ইত্যাদি লেখা থাকে। তাছাড়া অভিনয় শিল্পীদের চলাফেরা ও আবেগগত পরিবর্তনও নির্দেশনসহ এই অংশে উল্লেখিত হয়। এটি মূলত লেখা হয় অভিনেতাদের জন্য। তাই এটি সমস্ত রকম ট্যাকনিক্যাল কথাবার্তা বর্জিত। অন্যদিকে শুটিং স্ক্রিপ্ট মূলত চলচ্চিত্র পরিচালক লিখে থাকেন। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে চলচ্চিত্রের পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার একজনও হতে পারেন আবার তাঁরা আলাদা ব্যক্তিও হতে পারেন। শুটিং স্ক্রিপ্ট মূলত লোকেশন নির্ধারণের পর লেখা হয়ে থাকে। এই স্ক্রিপ্টে শট ডিভিশন ও ক্যামেরা পরিচালনা সংক্রান্ত নানা ট্যাকনিকাল কথাবার্তা লেখা থাকে।

চিত্রনাট্যের বিষয় অনুযায়ী চিত্রনাট্যের বেশ কিছু প্রকারভেদ লক্ষণীয়। প্রথাগত চলচ্চিত্রের বাইরে চিত্রনাট্যের যেসকল ফর্ম বেশ জনপ্রিয় সেগুলি হল— শর্ট ফিল্ম বা ডকুমেন্টরি বা তথ্যচিত্র, মিউজিক্যাল ফিল্মের চিত্রনাট্য, স্পেক স্ক্রিপ্ট, টেলিভিশন স্ক্রিপ্ট, ভিডিও গেমের স্ক্রিপ্ট ইত্যাদি। প্রথমে বলা যাক শর্ট ফিল্ম বা তথ্য চিত্রের চিত্রনাট্যের কথা। মূলত আখ্যানধর্মী চিত্রনাট্যের থেকে তথ্যচিত্রের বা শর্ট ফিল্মের চিত্রনাট্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘরানার। সাধারণত শর্ট ফিল্ম বলতে চল্লিশ মিনিট বা তার কম সময় ব্যপ্ত চলচ্চিত্রকে বোঝায়। তাই বহু প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী এই ফিল্মের চিত্রগ্রহণের পরেই এর স্ক্রিপ্ট লেখা হয়। আবার আরেক গোষ্ঠি মনে করেন যে সিনেমা নির্মাতার বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা একটি ডকুমেন্টরি বা শর্ট ফিল্মের থিম বা ধারণা নির্বাচন করবেন। তারপর শুটিং স্থান ও পরিমণ্ডল নির্বাচন করবেন। তারপর তার একটি বিশেষ সংক্ষিপ্তসার লিখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছুলে তাকে নিয়ে স্ক্রিপ্ট লেখা শুরু হবে। মূলত এই স্ক্রিপ্ট প্রত্যক্ষ জীবনাভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসায় এটি অপর সকল স্ক্রিপ্ট রচনা থেকে কঠিন কাজ।

বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে হলিউডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান হল মিউজিক্যাল ফিল্ম। আসলে মিউজিক্যাল ফিল্ম হল এক বিশেষ ধরনের গীতিচিত্র। তাই এর চিত্রনাট্যও রচিত হয় সংগীত আবহকে গুরুত্ব দিয়েই। অন্যদিকে স্পেক স্ক্রিপ্ট হল এই হলিউডেরই এক বিশেষ সিনেমাটিক সরঞ্জাম। আসলে এটি অনেকটা অপারিশ্রমিক নির্ভর কাজ। যেখানে টেলিভিশন শোয়ে ভবিষ্যতে ব্যবহৃত হতে পারে এই আশায় কিছু সংখ্যক উঠতি চিত্রনাট্যকারেরা এটি লিখে থাকেন। চিত্রনাট্যের বিভিন্ন প্রকারভেদের মধ্যে অন্যতম হল টেলিভিশন স্ক্রিপ্ট রচনা। এই চিত্রনাট্য নির্মাণ স্বতন্ত্র কারণ টেলি স্ক্রিপ্ট একজন চিত্রনাট্যকারের কাছে বিশেষ উত্তেজনাপূর্ণ এপিসোড সংযোজিত মাধ্যম। এক্ষেত্রে চিত্রনাট্যকারের তাৎক্ষণিক গল্প বলার দক্ষতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। আর যেহেতু এটি সিনেমা স্ক্রিপ্ট থেকে সংক্ষিপ্ত হয় তাই সেই গল্পে থাকতে হবে বিশেষ আকর্ষণ, যা দর্শকদের ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে। একটি টেলিভিশন স্ক্রিপ্ট রচয়িতা সর্বদা একজন ইন-হাউস কর্মী। যিনি টেলিভিশনের পর্ব পরম্পরায় স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবেন। অনেক সময় টেলিভিশন স্ক্রিপ্ট রচয়িতা পর্বের মধ্যে উত্তেজনা ও আকর্ষণমূলক উপাদান ভরে দেওয়ার জন্য দল নিয়ে কাজ করতে পারেন।

ভিডিও গেমের চিত্রনাট্য নিয়ে বলার পূর্বে একথা অবশ্য স্মরণীয় যে, বই মানুষকে কল্পনা করতে শেখায়, সিনেমা কল্পনার একটি প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করে আর ভিডিও গেম সেই কল্পনা ও প্রতিচ্ছবিকে অনন্য ভঙ্গিতে রূপ দান করে। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে সমাজে ভিডিও গেমকে একটি বিশেষ বয়সের সাইলেন্ট কিলার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে ২০০৬ সালে সমাজ প্রচলিত এই ধারণাকে তীব্র ভাবে খণ্ডন করেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র সমালোচক রজার এবার্টের। তিনি তাঁর ব্লগে 'Video games can naver be art' শীর্ষক প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে ভিডিও গেমকে এক অনন্য শিল্প হিসেবে মান্যতা দিতে চেয়েছেন। মূল কথা হল ভিডিও গেম হল একটি মাধ্যমের মাধ্যম। যেখানে বিজ্ঞ সংগীতজ্ঞ সংগীত রচনা করেন, আর্টিস্ট টুডি ও থ্রিডি মডেল সৃষ্টি করেন, লেখক গল্প ও সংলাপের

স্বরূপ নির্মাণ করেন আর প্রোগ্রামার সমস্ত চলন্ত অংশটুকুকে ভার্চুয়াল দুনিয়ার জন্য নিপুনভাবে কোরিওগ্রাফ করেন। সুতরাং ভিডিও গেমের চিত্রনাট্য হল এক বিশেষ ধরনের মান্য চিত্রনাট্য যার মধ্য দিয়ে একটি সামগ্রিক শিল্প প্রতিফলিত হয়।

## অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। চিত্রনাট্যের বিভিন্ন প্রকার বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা প্রস্তুত করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

## ১০.৬ বাংলা চিত্রনাট্যের ধরণ

বাংলা চিত্রনাট্য রচনার ইতিহাস খুব একটা প্রাচীন না হলেও এটি ধরনের দিক থেকে দুই রকমের হয়ে থাকে, ১. মৌলিক ও ২. সাহিত্যাশ্রিত। একসময় বাংলা চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের কোনো বাঁধা-ধরা রূপ ছিল না। হলিউড ও বলিউড প্রভাব মুক্ত সেই সময়ের চলচ্চিত্রের প্রধান অবলম্বন ছিল পৌরাণিক ও সামাজিক বিষয়। এক্ষেত্রে পৌরাণিক চলচ্চিত্রের কাহিনি সার গ্রহণ করা হত বিভিন্ন মহাকাব্য ও পুরাণ থেকে আর সামাজিক চলচ্চিত্রের বিষয় গ্রহণ করা হত বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র মতো বিখ্যাত সকল সাহিত্যিকদের উপন্যাস থেকে। সেই সময় পুরাণ বা উপন্যাসের পাতায় লাল কালির দাগ চিহ্নিত করে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় করতে বলা হত। এক্ষেত্রে উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের গল্প চলত সমান্তরাল ভাবে। যদিও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মতো অনেকেই মনে করেছেন চলচ্চিত্রের পর্দা ও পুথির পাতা এক নয় তাই সেসময়ের পুথি আশ্রিত বেশিরভাগ চলচ্চিত্র সিনারিওর দিক থেকে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলা চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যগত এহেন দুর্বলতা ধীরে অথচ স্পষ্ট ভাবে সংহত হতে শুরু করে বিংশ শতকে তিনের দশক থেকে। যখন শুরু হয় নিউ থিয়েটার্সের যুগ। ঠিক এসময় প্রমথেশ বড়ুয়ার 'মুক্তি' ও বিমল রায়ের 'উদয়ের পথে' ছবি দুটি মুক্তি পায়। যে দুটি ছবি বাংলা চলচ্চিত্রের জগতে ব্যতিক্রমী হয়ে উঠেছিল তাদের চিত্রনাট্যের ঔজস্বীতায়। মূলত এই সময় থেকেই বাংলা চলচ্চিত্র পরিচালকেরা সংহত চিত্রনাট্য লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। পরবর্তীতে সত্যজিৎ রায় থেকে বাংলা চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য নির্মাণের দায়িত্ব পরিচালকেরাই নিজার কাঁধে তুলে নেন।

সাহিত্যাশ্রিত চিত্রনাট্যের অন্যতম রূপকার হলেন সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন প্রমূখ। যদিও মৃণাল সেন তাঁর সাহিত্যাশ্রিত চিত্রনাট্য নির্মাণের সময় সত্যজিৎ রায়ের মতো মূল লেখার প্রতি অবিসংবাদী আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারতেন না। আসলে তিনি নিজেই নিজের মতো কাজ করার একটি অবকাশ খুঁজে পেতে চাইতেন। অন্যদিকে সত্যজিৎ রায় সাহিত্যের প্রতি অনুগত্য থেকেই চলচ্চিত্রীয় ভাবনার অতলে ডুব দিতেন। এক্ষেত্রে সাহিত্যাশ্রিত চিত্রনাট্য হওয়া সত্ত্বেও এই দুজনের ভাবনার ভিন্নতা বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণে বৈচিত্র্য নিয়ে আসত। অন্যদিকে ঋত্বিক ঘটক ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের জগতে বিদ্রোহী পরিচালক। যিনি তার ছবির চিত্রনাট্যে এক বিদ্রোহী ও ব্যতিক্রমী সুর ধরিয়ে

দিতে সদা তৎপর ছিলেন। বাংলা চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের সাহিত্য বন্ধুত্বকে অস্বীকার করার নয় বলেই এক সময়ে বিখ্যাত সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরবর্তীতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিতের মতো প্রখ্যাত সকল সাহিত্যিকেরা বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য চিত্রনাট্য রচনা করেন।

## অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৪। বাংলা চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের ধরণ কী রূপ সে বিষয়ে আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

## ১০.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ

চিত্রনাট্য এই বিষয়টির সঙ্গে সাধারণের যোগাযোগ যৎসামান্য এবং অভিজ্ঞতাও অতি সাধারণ। বলার কথা এই যে চলচ্চিত্র বললে যে বিস্তৃত ধারণা প্রকাশিত হয়, চিত্রনাট্যের ক্ষেত্রে সেই ধারণারই সংক্ষিপ্ততম আত্মপ্রকাশ লক্ষণীয়। কিন্তু বর্তমান কালে চিত্রনাট্যের আলোচনা একটি আশাব্যঞ্জক দিক উন্মোচন করেছে। সাহিত্যের পথ হয়ে চিত্রনাট্য ও তারপর চলচ্চিত্র-ই হল সফল সিনেমা আঙ্গিকের রূপরেখা। যদিও এক্ষেত্রে বেশিরভাগ বাণিজ্যিক নির্মাণে এই গতিকে অস্বীকার করা হয়েছে। তবুও একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে চিত্রনাট্যের একটি অদ্ভুত সম্পর্ক রয়েছে। এ কথা অন্তত বলাই যায় যে, একটি ভাল চিত্রনাট্য চিরকাল একটি ভাল সাহিত্যকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে। কিন্তু এখানে মজার ব্যাপার হল, চিত্রনাট্যটি নির্মিত হবার তার পরিচিতি হয় একক শিল্পরূপে, তখন সে স্বাধীন। এতসব সত্ত্বেও একথা বলতেই হবে যে চিত্রনাট্য হয়ে ওঠার পিছনে তার একটি নিজেস্ব ব্যাকরণ রয়েছে, রয়েছে চিত্রনাট্যকারের সাহিত্যবোধ, চলচ্চিত্রবোধ ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির ন্যায় অন্যতম তিনটি গুণ। আর এসবের মেলবন্ধনেই হয়ে ওঠে একটি সার্থক চিত্রনাট্য, চলচ্চিত্রের মূল কাঠামো।

## ১০.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- বাংলা শিল্প জগতের অন্যতম সংযোজন চিত্রনাট্য বিষয়ে জানতে পারলেন এবং তাকে বিভিন্ন মনে রাখতে পারলেন।
- চিত্রনাট্যের বিষয়বস্তু ও বিভিন্ন উপকরণ বিষয়ে সম্যক ধারণা গড়ে উঠলে
- চিত্রনাট্যের বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ তথা শ্রেণিকরণের দিকটিকে বিশেষভাবে বুঝতে পারবেন।
- সাহিত্য ও চিত্রনাট্যের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টিকে স্পষ্টরূপে বিশ্লেষন করতে পারবেন।

- চিত্রনাট্যকে সঠিকভাবে বুঝে নিয়ে নিজের বাস্তব চলচ্চিত্রীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে তাকে নিজের সৃজনী শক্তির সংমিশ্রণে ব্যবহার করতে পারবেন।

## ১০.৯ অতিরিক্ত পঠন


- দাশগুপ্ত, ধীমান (২০০৯); সিনেমার অ আ ক খ; কলকাতা : বাণীশিল্প
- দাশগুপ্ত, ধীমান (১৯৯৩); সিনেমার আঙ্গিক; কলকাতা : বাণীশিল্প
- রায়, সত্যজিৎ (২০১৪); বিষয় চলচ্চিত্র; কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
- রাউত, সৈকত (২০২৩); প্রসঙ্গ : চিত্রনাট্য; কলকাতা : ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- সাহা, মানবেন্দ্রনাথ (২০১২); চিত্রনাট্য সাহিত্যের নতুন ভুবন; কলকাতা : প্রতিভাস


## ১০.১০ অগ্রগতির নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। নং প্রশ্নের উত্তর : চিত্রনাট্য হল চলচ্চিত্রের লিখিত পাণ্ডুলিপি.....এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে গল্পের নাট্যরূপ মাত্রই চিত্রনাট্য নয়.....চিত্রনাট্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হল— এখানে চিত্রনাট্যের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করে আলোচনা শেষ করতে হবে।

২। নং প্রশ্নের উত্তর : একটি সুষ্ঠু চিত্রনাট্য গড়ে ওঠে একটি বিশেষ বিষয় বা কাহিনিকে অবলম্বন করে.....এইভাবে কাহিনি, ভাবনা ও দৃষ্টিকোণ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।

৩। নং প্রশ্নের উত্তর : চিত্রনাট্য সাধারণত দুই ভাগে লেখা হয়ে থাকে— ১. আর্টিস্ট স্ক্রিপ্ট ২. শুটিং স্ক্রিপ্ট.....আর্টিস্ট স্ক্রিপ্ট হল যে স্ক্রিপ্টে দৃশ্য বিভাজন.....অন্যদিকে শুটিং স্ক্রিপ্ট হল যে স্ক্রিপ্টে ক্যামেরার নানা.....ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচনা পূর্বক এই প্রশ্নের মীমাংসায় পৌঁছাতে হবে।

৪নং প্রশ্নের উত্তর : বাংলা চিত্রনাট্য মূলত দুই ধরনের ক) মৌলিক খ) সাহিত্যাশ্রিত.....হলিউড ও বলিউড প্রভাব মুক্ত একসময়ের বাংলা চলচ্চিত্র.....এর সঙ্গে মৌলিক ও সাহিত্যাশ্রিত চিত্রনাট্যের আলোচনার সঙ্গে বাংলার বিখ্যাত সাহিত্যাশ্রিত চিত্রনাট্য নির্মাণ ও নির্মাতার দিকটিতে আলোকপাত করতে হবে।

## ১০.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। চিত্রনাট্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরুন।

২। চিত্রনাট্যের সম্যক পরিচয় তুলে ধরে, তার বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করুন।

৩। চিত্রনাট্য রচনার বিভিন্ন প্রকাভেদগুলো উল্লেখ করে তাদের বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা প্রস্তুত করুন।

৪। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে চিত্রনাট্যের ধরন সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

৫। সাহিত্যাশ্রিত চিত্রনাট্য বলতে কি বোঝানো হয়, বাংলা চিত্রনাট্যের প্রকারভেদ হিসেবে সাহিত্যাশ্রিত চিত্রনাট্যের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৬। চিত্রনাট্য নির্মাণের বিভিন্ন বিষয়বস্তু বিষয়ে একটি আলোচনা প্রস্তুত করুন।

৭। চিত্রনাট্যের বিষয়বস্তু হিসাবে কাহিনি বা আখ্যানের গুরুত্ব কতখানি ও তার নির্মাণ কৌশল বিষয়ে আলোচনা করুন।

৮। চিত্রনাট্য নির্মাণের ক্ষেত্রে ভাবনা গঠনের প্রয়োজনীয়তা কী সে সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৯। চিত্রনাট্যের ক্ষেত্রে দৃষ্টিকোণ কী, এ বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রস্তুত করুন।

১০। চিত্রনাট্যের সংলাপ নির্মাণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন।

*** *** ***